ভোরের কাগজ

NOV. 18 2001

তারিখ ...
পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ... ৭

বাকৃবি প্রশাসনে ব্যাপক রদবদল

বাকৃবি প্রতিনিধি : গত বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে ব্যাপক রদবদল সম্পন্ন হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা, প্রোক্টর, বাউরেস পরিচালক, বাউএক পরিচালক, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও ৫টি হলের প্রভোস্ট পদে নতুন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

গত ২ অক্টোবর রেজিস্ট্রারের কাছে জমা দেওয়া প্রক্টর, উপদেষ্টা ও ৫ হলের প্রভোস্টদের পদত্যাগপত্র গৃহীত হয় বৃহস্পতিবারই। বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য প্রফেসর মু.মুস্তাফিজুর রহমান তাদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে তাদের স্থলে নতুন নিয়োগ দিয়েছেন। প্রক্টর প্রফেসর মোঃ মোস্তাফিজুর রহমানের পরিবর্তে কৃষিতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ড. নজরুল ইসলামকে এবং ছাত্রবিষয়ক উপদেষ্টা প্রফেসর আহম্মদ উল্লাহ সরকারের স্থলে উদ্ভিদ প্রজনন ও কৌলিবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ আমিরুল ইসলামকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। সোহরাওয়ার্দী হলের প্রভোস্ট প্রফেসর ড. মোঃ জহুরুল করিমের পরিবর্তে মাৎস্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রফেসর ড. মোঃ ইদ্রিস মিয়া, শাহজালাল হলের প্রভোস্ট প্রফেসর ড. মোঃ আলী আকবরের পরিবর্তে উদ্যানতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর মোঃ শহিদুল হক চৌধুরী, জামাল হোসেন হলের প্রভোস্ট ড. আবুল খায়েরের পরিবতে প্রফেসর ড. আবদুল ওয়াদুদ, শেখ ফজিলাতুনন্নেসা মুজিব হলের প্রভোস্ট ও লুৎফুল হাসানের স্থলে ডেয়রী বিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ড. মোখতারুজ্জামান এবং সুলতানা রাজিয়া হলের প্রভোস্ট ড. মোঃ সুলতান উদ্দিন ভুঞার পরিবর্তে সাজারি বিভাগের প্রফেসর জালাল উদ্দিন আহমদকে নতুন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও বাউরেস পরিচালককে অপসারণ করে নতুন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর ড. প্রিয়মোহন দাসকে সরিয়ে প্রফেসর আহমেদ আলীকে এবং বাউরেস পরিচালক প্রফেসর ড. মোঃ শহিদুল হকের পরিবর্তে ড. মোঃ শাহজাহানকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া বাউএক পরিচালক প্রফেসর ড. মু. আবুল কাসেমের মেয়াদ শেষ হওয়ায় তার পরিবর্তে প্রফেসর ড. মোঃ মনিরুল ইসলামকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত সবাই বিএনপিপন্থী শিক্ষক সংগঠন সোনালী দলের প্রভাবশালী শিক্ষক।